দৈনিক সংবাদ

JAN. 09 20

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ভুয়া নেটওয়ার্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির মৌসুম শুরু হয়েছে। সেই সাথে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ভুয়া ভর্তির শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। প্রতিবছর এই চক্রটি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়ে ভুয়া ভর্তি করায়। এই চক্রটির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ডিন অফিস ও প্রশাসনিক ভবনের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং রাজধানীর অনেক কোচিং সেন্টার জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাওয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৮০/৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিবছর। জালিয়াত চক্রটি তাদের তৎপরতা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দ্বিগুণেরও বেশি অর্থ দিয়ে তারা সিরিয়াল অনুযায়ী এক সঙ্গে অনেক ভর্তি ফরম কেনে। এরপর কয়েকজন প্রক্সি পরীক্ষার্থীর ফাঁকে ফাঁকে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের বসিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়—যেন প্রক্সি পরীক্ষার্থীর সাহায্যে ভর্তি ইচ্ছুকরা পরীক্ষা দিতে পারে। অর্থের বিনিময়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা প্রক্সি পরীক্ষার্থী হিসেবে কাজ করে বলে জানা গেছে। এ পদ্ধতিতেও কোনো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারলে ডিন অফিসের কাগজপত্র পরিবর্তন করে জালিয়াত চক্র ভর্তি নিশ্চিত করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্ক এবং 'প্রক্সি পরীক্ষার্থী' সিস্টেমের ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত নন তা নয়। গত বছরই এই জালিয়াত চক্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক সেকশন অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ভুয়া ভর্তি এবং 'প্রক্সি' রোধের জন্য ডিন অফিস এ বছর বিশেষ ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্ক এবং 'প্রক্সি পরীক্ষার্থী' সিস্টেম অনেক বছর ধরেই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করেন। অনেক সময় নিতে পারেন; কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই যে নিতে পারেন না এটা বলাই বাহুল্য। তা না হলে প্রায় এক যুগ ধরে একটি চক্র এই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে জনমনে। ভর্তি থেকেই যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির সূচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভর্তি পরীক্ষাকে ফাঁকি দিয়ে ভর্তি এবং ভুয়া সিস্টেম এর জন্যে দায়ী। স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, ব্যাধিই সংক্রামক। ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কাঠামো ও পদ্ধতিগত দুর্বলতা রয়েছে তারই ফাঁক দিয়ে ভুয়া ভর্তির নেটওয়ার্ক তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন 'ভুয়া ভর্তি ও প্রক্সি' বন্ধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাটা যেন বিশেষভাবেই কার্যকর হয়। তা না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসল ছাত্রের তুলনায় 'ভুয়া ছাত্রের' সংখ্যা যদি ক্রমেই বাড়তে থাকে তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। এর সঙ্গে এই চক্রে ব্যাংক, ছাত্র, ডিন অফিস, প্রশাসনিক ভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে একেবারে মূল থেকে এই অপতৎপরতা রোধ করতে হবে।